শ্রীমন্মথ নাথ বসুর পুস্তকাবলী।

তাজ্জব ব্যাপার!

(হাস্যরসোদ্দীপক সাময়িক গীতি-রঙ্গ)

শ্রীঅমৃতলাল বসু-প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ।• আনা।]   [ডাকমাশুল [illegible] অর্দ্ধ আ

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ষ্টার থিয়েটার হইতে
শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

গীতিরঙ্গোক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ।

স্ত্রীগণ।

মৃণালিনী মিত্র	...	হাইকোর্টের উকীল।
কামিনীসুন্দরী মিত্র	...	মৃণালিনীর মধ্যমাজাতা।
বসন্তকুমারী মিত্র	...	ঐ কনিষ্ঠাজাতা।
ক্ষীরদাসুন্দরী মিত্র	...	ঐ ননদিনী।
নীরদাসুন্দরী মিত্র	...	ঐ সম্পর্কীয়া ননদিনী।
মুক্তকেশী বক্সী	...	হুগলি জজকোর্টের সেরেস্তাদার।
সরসীবালা ভঞ্জ	...	মুক্তকেশীর কন্যা।
অনঙ্গমঞ্জরী গুহ	...	ঢাকা বজেটের সম্পাদিকা।
নিতম্বিনী ভট্টাচার্য্য	...	ভলেন্‌টীয়ার সৈন্যের কর্ণেল।

থাকমণি।

ননীবালা বিদ্যালঙ্কার।

ডাক্তার জি, বি, লাহিড়ী।

বিরাজমোহিনী সেন।

ঘটকিনী, নাপ্তিনী, নিমন্ত্রিতা স্ত্রীগণ, পাতখোলাওয়ালী, ভলেন্‌টীয়ার রমণীগণ ইত্যাদি।

পুরুষগণ।

বিশ্বম্ভর	...	মৃণালিনীর কান্ত।
দ্বারিক	...	কামিনীসুন্দরীর কান্ত।
শ্রীরাম	...	বসন্তের কান্ত।
জ্যাঠা	...	মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠ-শ্বশুর।

মাধব।

গোয়ালা, পাতখোলাওয়ালা, পুরুষগণ, উড়িয়াগণ, ভৃত্য ইত্যাদি।

গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং প্যারিস্ কেমিক্যাল্
সোসাইটির মেম্বর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

কেশরঞ্জন তৈল।

সর্ব্বপ্রকার শির-রোগের মহৌষধ।

অনেকের চুল অকালে পাকিয়া যায়। চুল উঠিয়া যায়, টাক পড়ে আবার অনেকের চুলপাকিবার বয়সেও চুল যেমন স্বাভাবিক তেমনি থাকে। ইহার কারণ কি? অগ্রে তাহাই জানা উচিত। শরীরের লোমকূপের ন্যায় চুলের মূলদেশে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। লোমকূপ দিয়া যেমন শরীরের দূষিত পদার্থ সকল বহির্গত হয়, এবং বাহিরের শীত তাপ, প্রবেশ করিয়া শরীর সুস্থ রাখে, মস্তকের ঐ সকল সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হইয়া চুল এবং মস্তিষ্ক সুস্থ রাখে। এই সকল ছিদ্র অযত্নে রুদ্ধ হইয়া গেলেই চুলের পরিপোষোণোপযোগী উপাদান সকলের অভাব হয়। সুতরাং চুলের পীড়া এবং মস্তিষ্কের অসুস্থতা উপস্থিত হয়। ইহাই রহস্য। সুতরাং অকালপক্কতা, টাক, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। এই কারণে আমি বিশেষ যত্নে, বিবিধ উপকরণে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়, "কেশরঞ্জন-তৈল" প্রস্তুত করিয়াছি। অসংখ্য প্রশংসাপত্র দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে উদ্দেশ্য নিস্ফল হয় নাই। কেশরঞ্জন ব্যবহারে ঐ সকল সূক্ষ্ম ছিদ্রের পথ পরিষ্কার থাকে। মস্তকে চিট্ ধরে না, চুল বৃদ্ধি এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত হয়। মস্তিষ্ক শীতল থাকে। সুতরাং শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, মানসিক বিষণ্ণতা, কর্ত্তব্য কাজে অনিচ্ছা, বিরক্তি, অনুচিত শুক্রব্যয় বা মাদকসেবন জনিত পীড়া, দৃষ্টিশক্তির হ্রাসতা, শ্রবণশক্তির অল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়। মানসিক পীড়ায় আমরা সুগন্ধ একটী মহৎ উপকারী বলিয়া ব্যবস্থা করি। এই তৈল এমনি মধুর দীর্ঘকালস্থায়ী সৌরভে সুবাসিত করা হইয়াছে যে, ইহাদ্বারা মানসিক পীড়ায় যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। মহিলাগণ বিশেষ যত্নে অধুনা এই তৈল ব্যবহার করেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ও প্যাকিং ।৵০ আনা। একবারে ১২ শিশির মূল্য ১০৲ দশ টাকা। কলিকাতা, ১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য।
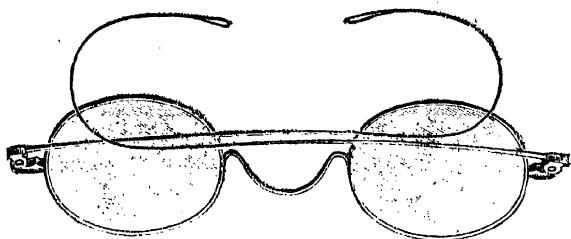
তাজ্জব ব্যাপার !

(গীতি-রঙ্গ)

প্রস্তাবনা—বঙ্গনারীগণ

(গীত)

ফাটকে আটক র'বনা ।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা ॥
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি দখল কর জেনানা ॥
আমরা সব কলেজ যা'ব, নলেজ পা'ব,
টপ্পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা ;—
এখন তোমরা কুটনো কোটো, বাটনা বাটো,
দাও লক্ষ্মীপূজোর আল্‌পানা ॥
আমরা সব ছাড়ব শাড়ী, রাখব দাড়ি,
গাড়ী চড়ে আনাগোনা ;—
(গুণপুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা ।
ছাড়ব না আড়-নয়ন আর মোহন বেণী,
ঐটী নারীর নিশানা ।
(গুণপুরুষ) ঐটী নারীর নিশানা ।
প্রেমের বন্দর, রইল অন্দর, গুছিয়ে কর গিন্নিপনা ॥

প্রথম দৃশ্য।

বিবাহ সভা।

(বরাসনে—কন্যা ; কন্যা-যাত্রী, বরযাত্রী প্রভৃতি উপস্থিত)

নাপ্তিনী। ওগো কনে ! এই সুপুরিটে কেটে দিন।

ঘটকী। কাট কাট, সুপুরিটে কেটে ফেল, সাবধানে জাঁতি ধরো, যেন হাত কেটোনা।

ক্ষীরদা। ছি ছি ছি ছি ! কনে এঁটো সুপুরি কাটলে, ছোটদাদা ঐ সুপুরিটে গালে করেছিল !

নীরদা। ও কনে ! আমাদের ঢেলা-ফেলার টাকা দাও ; চুপ করে রয়েছ কেন, দাওনা।

ক্ষীরদা। নীরি ! তুই তো ভারি জ্যাঠা, কনেকে ত্যক্ত কচ্ছিস কেন ? চুপ করে বোসনা।

নীরদা। ঢেলা-ফেলার টাকা চা'বনা ? বে হয়ে গেলে ফাঁকি দেবে, তখন তুই দিবি ?

ক্ষীরদা। ঢেলা-ফেলার টাকা নেবার তুই কে ? আমরা বাড়ীর মেয়ে, আমাদের কি ঢেলা-ফেলা দেয় ?

নীরদা। না দেয়না বুঝি, তুই তো বড় জানিস !

ক্ষীরদা। না তুই বড় জানিস, মস্ত বড় হয়েছিস কি না ! কনে, তুমি ওর কথা শুননা ভাই, ওটা ঐ রকম যার তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে। তুমি ভাই আমার সঙ্গে কথা কও, আমার সঙ্গে তোমার ভাব।

নীরদা। আচ্ছা আচ্ছা, ক্ষীরি তুই থাম্, আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিস, নেমন্তন্নে মেয়েরা আসুক তোকে দেখে নেব।

ক্ষীরদা। হাঃ হাঃ হাঃ! তুই আমায় দেখে নিবি! তুই আমায় একৃজামিন করবি—হাঃ হাঃ হাঃ!

(কামিনী ও মৃণালিনীর প্রবেশ)

(উন্নতি-শীলা-স্ত্রীর পরিচ্ছদ,—কথাবার্ত্তা উপবেশন ভঙ্গি আদি পুরুষভাব।)

কামিনী। ওরে একেবারে বেশী করে গোটাকতক হুঁকো এখানে দে যানা।

ঘটকী। আসুন বড়বৌঠাকরুণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সভায় বসুন, এঁরা যে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

মৃণা। এইযে বসি এই।

(মুক্তকেশী ও সরসীবালার প্রবেশ)

ঘটকী। আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন! বসতে আজ্ঞা হয়; আপনাদের দেরি হ'ল যে?

মুক্ত। আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেম তাইতে একটু দেরি হ'ল, ঘুরে আসতে হ'ল।

মৃণা। বসুন বসুন!

ঘটকী। ইনি হচ্ছেন কনের মাসী।

মৃণা। আপনার নাম?

মুক্ত। শ্রীমুক্তকেশী বক্সী।

মৃণা। বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

ঘটকী। ভারি কাজ, হাকিমি কাজ! আপনার কি হুগলিতে যাওয়া আসা নেই? উনি সেখানকার জজ-কোর্টের সেরেস্তাদার।

মুক্ত। আপনার নামটী কি?

মৃণা। শ্রীমৃণালিনী মিত্র। আমি হাইকোর্টের আপিলেট সাইডে ওকালতী করি।

মুক্ত। বেশ বেশ, এই সূত্রে আলাপ হ'ল বড় সন্তুষ্ট হলেম; মামলা মোকদ্দমার জন্য যদি কখন হুগলিতে যাওয়া হয় অনুগ্রহ করে আমার বাসায় পায়ের ধূলো দেবেন।

ঘটকী। তা দেবেন না?—কুটুম্ব হলেন, উনি হচ্ছেন বরের বড় ভাজ, সংসারের কর্ত্তাই উনি।

মৃণা। ঐটী আপনার কন্যা?

মুক্ত। হাঁ।

মৃণা। কি নাম ভাই তোমার?

সরসী। শ্রীসরসীবালা ভঞ্জ।

মৃণা। পড়াশুনা হচ্ছে কোথায়?

সরসী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, থার্ড ইয়ার।

মৃণা। তবে এইবারে ফাইন্যাল একজামিন্?

মুক্ত। হাঁ এইবারেতেই একজামিন্ দেবার কথা, সব ঠিক, ক'মাস ধরে মেহন্নৎ করে সারারাত জেগে পড়লে, তা অদৃষ্টক্রমে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে, একজামিনের সময় আসতে আসতে ছ'মাস পার হয়ে যাবে, আর এ বছর কি একজামিন্ দিতে পারবে?

সরসী। মা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার বোধ হয় একজামিন্ দিতে পারবো; আমার বিয়েন ভাল, এনট্রেন্স যখন দিই তখন আমার ভরা দশমাস, শেষ একজামিনের দিনেই ব্যথা হ'ল।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

মৃণা। কিরে তুই বাইরে কেন রে?

ভৃত্য। (মেয়েলী স্বরে) আপনি একবার বাড়ীর ভেতরে আসুন বড় বাবু কি একটা বলবেন।

[মৃণালিনী ও ভৃত্যের প্রস্থান।

মৃণা। এখন আবার কি দরকার? যাচ্ছি যা; মশাই বসুন আমি আসছি।

ক্ষীরদা। ও কনে! কথা কচ্ছনা যে? তোমার নাম কি বলনা, হাসছ যে, নাম বলতে পার না?

কনে। তোমার নাম কি বল দেখি আগে?

ক্ষীরদা। আমার নাম শ্রীক্ষীরদাসুন্দরী মিত্র, আমার মা'র নাম ৺ দুর্গেশনন্দিনী মিত্র।

কনে। কি পড়?

ক্ষীরদা। রয়েল রিডার নম্বর ফোর্‌থ, গারল্‌স্ গ্রামার, পদ্মমুকুন্দ। তুমি কি পড়?

কনে। আমি আর এখন পড়িনা, চাকরী করি।

ক্ষীরদা। কোথা চাকরী কর?

কনে। হাবড়া পুলিসের হেড কনেষ্টেবল।

ক্ষীরদা। কনেষ্টেবল! কনেষ্টেবল মানে তো—পা—পা—পাহারাওয়ালা—তুমি পাহারাওয়ালা? দুও! ছোট্‌দাদার পাহারা-ওয়ালার সঙ্গে বে হবে!

নীরদা। ক্ষীরি তো ভারি চালাকি কচ্ছিস; পড়াশুনার লড়াই করবি, আমার সঙ্গে লাগ্‌না।

ক্ষীরদা। তুই তো থার্ড বুক পড়িস্, তুই আমার সঙ্গে পারবি? আমি জিওমেট্রি ধরেছি, তুই তা জানিস? বল দেখিন, টু ডেস্‌ক্রাইব অ্যান্ ইকুইল্যাটারাল্ ট্রায়াঙ্গেল অপন্ এ গিভ্‌ন্

ফাইনাইট্ ষ্ট্রেট্ লাইন্, (To describe an equilateral triangle upon a given finite straight line) কেমন করে প্রুভ্ কত্তে হয় বল দেখিন ?

নীরদা। উঃ ভারিতো জিজ্ঞেস কল্লি ! চট্ করে বল দেখি, "আমি হই উপরে" ইংরিজীতে কি হ'বে ?

কামিনী। আরে ছুঁড়িগুলো তো বড় গোল কত্তে আরম্ভ কল্লি !

ঘটকী। করুক করুক, বিবাহ সভায় ও চিরপদ্ধতি আছে। বক্সী-ঠাকরুণের সঙ্গে আমাদের মেজবৌমহাশয়ের বুঝি এখনও আলাপ হয়নি ? ইনি হচ্ছেন পাত্রীর মেজভাজ।

মুক্ত। বটে বটে ! আপনার নাম ?

কামিনী। শ্রীকামিনীসুন্দরী মিত্র।

মুক্ত। যা'র বিবাহ হচ্ছে এইটী আপনার সব ছোট দ্যাওর ?

কামিনী। হাঁ।

ঘটকী। শুভকর্ম্ম হ'য়ে যা'ক, তা'রপর একবার ছেলে দেখবেন ; যেমন রূপ, তেমনি গুণ, এই বয়সে গেরস্থালির হেন কাজটী নেই যে জানেনা। আবার শুনেছি নাকি এঁরা একটু পড়তে শুনতে শিখিয়েছেন।

মুক্ত। বটে, বেশ বেশ !

কামিনী। আচ্ছা বক্সী-ঠাকরুণ, পুরুষদের লেখাপড়া সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

মুক্ত। আমার মতে একটু আধটু শিখলে হানি নাই, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তা'তে সংসারের ক্ষতি হয় ; শুনেছি সেকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল।

কামিনী। তা'র প্রমাণ আছে, এমন কি কোন কোন পুরুষ বই পর্য্যন্ত লিখেছেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—

মুক্ত। বিদ্যাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে; এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে তাঁ'র যে ছবি আছে, তা দেখলে বোধ হয় যে যদিও তিনি অনেকটা পুরুষের মতন কাপড় পরতেন বটে, তবুও তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁ'র গোঁফ দাড়ি কিছুই নাই।

সরসী। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যা বলছিলেন, যদিও তিনি নিজে একটু আধটু পড়তে শিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁ'র লেখা দেখলে বোধ হয় যে তিনি পুরুষের লেখাপড়ার উপর চটা ছিলেন; তাঁ'র ব'য়ে পুরুষ ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে, মেয়েরা রাঁধে, পুরুষের জন্যে কাঁদে! এই রকম ঠাট্টা করে লেখা আছে।

মুক্ত। আপনাদের কলকেতায় বাস কদ্দিন?

কামিনী। অনেক দিন হ'ল, আমার দিদিশ্বাশুড়ীর দিদিশ্বাশুড়ী এসে এখানে বাস করেন।

ঘটকী। হাঁ হাঁ ওঁর অতিবৃদ্ধাপ্রদিদিশ্বাশুড়ী—আমায় জিজ্ঞেস করুন, বক্সী-ঠাকরুণ আমায় জিজ্ঞেস করুন; বড় বনিয়াদি ঘর, ওঁদের কুলুজি আমার কণ্ঠস্থ। তারামণি মিত্র, তস্যা জ্যেষ্ঠা বধূ ক্ষেমাসুন্দরী মিত্র, তস্যা জ্যেষ্ঠা বধূ মঙ্গলাসুন্দরী মিত্র, তিনিই আঁটপুর থেকে নিম্কির দারোগা হয়ে কলকেতায় এসে বাস করেন, তস্যা জ্যেষ্ঠা বধূ জগৎতারিণী মিত্র, বিলেত জানিত ব্যক্তি, সদর-আলা ছিলেন; তাঁ'র দুই সংসার, ছোটটীকেও বাড়ীতে এনে নিজের কাছে রেখেই প্রতিপালন করেন, একটী

হ'তেও সন্তান হয় নাই, তাঁ'র কনিষ্ঠা জা নিস্তারিণী মিত্র, জ্যেষ্ঠা বধূ হেমাঙ্গিনী মিত্রকে রেখে কাশী প্রাপ্ত হন, তাঁ'র জ্যেষ্ঠা বধূ সরোজিনী মিত্র, তাঁর বধু—

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

এই দেদীপ্যমানা সম্মুখে জাজ্বল্যমানা মৃণালিনী মিত্র, হাইকোর্টের উকীল, কবে জজ হয়ে বেঞ্চে বসেন !

মৃণা। পুরুতঠাকরুণ বলছেন ঠিক লগ্ন হয়েছে, আপনারা অনুমতি করেন তো বর পাত্রীস্থ করা যায়।

সকলে। হাঁ হাঁ শুভকর্ম্মে বিলম্ব কি।

মৃণা। তবে পাত্রীকে নিয়ে যাওয়া যাক, নাপ্তিনী কোথায় ?

নাপ্তিনী। এই যে আমি ঠিক আছি।

কামিনী। কনের জুতো দাও, কনের জুতো দাও।

ঘটকী। ওগো বেটাছেলেরা, বাড়ীর ভেতরে একবার শাঁকটা বাজাওনা গো—

(নেপথ্যে শঙ্খ ও পুরুষকণ্ঠে হুলুধ্বনি।)

কামিনী। (নিমন্ত্রিতাগণকে) আসতে আজ্ঞা হয়, বৈঠকখানায় চলুন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর—দরদালান।

(মেয়েলি সেমিজের উপর ডুরে আদি শাটী, ধুতিভাবে পরিধৃত দ্বারিক, শ্রীরাম ও মাধব, কথাবার্ত্তা মেয়েলি স্বরে)

মাধব। বড়দাদা কি কচ্ছে ?

দ্বারিক। হাই-আমলা বাটছে।

শ্রীরাম। বড়দাদার ভাই খুব গতর, এই যজ্ঞির কাজটা বলতে গেলে একলাই কচ্ছে ; আমার তো পোড়া শরীর, চাড্ডি ধনে বেটে দিয়েই নড়া ছুটো টাটিয়েছে, হাত নাড়তে পাচ্ছিনি।

দ্বারিক। বড়দাদা না থাকলে এ সংসার এক দিন চলে ! গতরে না হয় ছু-একখানা কল্লুম, কিন্তু অমন গুছোনটী কেউ আর গুছুতে পারবে না, তার ওপর জ্যাঠামশায়ের ভাঁড়ার থেকে জিনিষ বার করে দেবার তো ঐ ছিরি, একটা মাছ সাঁতলাবার তেল, পলা পলা করে ছ' বারে দেবেন।

শ্রীরাম। আর তার ওপর দাদার মুখে কথাটী নেই, সদাই হাসি মুখ ; এক এক সময় জ্যাঠামশায় গঞ্জনা কি কম দেন।

মাধব। যাগ্‌গে, চল ভাই হাতাহাতি করে পানগুলো সেজে নিইগে, তারপর একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে নিতে হবে তো, এখনই বরণ টরণ কত্তে হবে।

শ্রীরাম। আমি যে ভাই কি করে বাসর জাগবো তাই ভাবছি, ও এবার বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি কি যে পোড়া ঘুম হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যাটী দেবার পর থেকেই চোখ যেন ঢুলে আসে, ছোট ছেলেটা এত কাঁদে আমার সাড়াও থাকে না।

দ্বারিক। শুনেছি কনে বড় রসিক, জিদ্ করে ধরে বসবো গানটান গাইয়ে তবে ছাড়বো।

শ্রীরাম। আমি ভাই ছেলে ঘুম পাড়াবার নাম করে একটু ঘুমিয়ে নেব, খানিক রাত্তিরে মেজদা আমায় ডেকো।

দ্বারিক। মাধবের তো ঘুম পাবে না ?

মাধব। পোড়া ! এমনিতেই যার সারা রাত্তির ঘুম হয় না ; ও সেই অত রাত্তিরে আসে তার পর খাবার টাবার দিতে শুতে আর রাত কতটুকু থাকে।

দ্বারিক। বড়দা'কে ভাই আজ ধরে বেঁধে বাসরে বসাতে হবে।

মাধব। তিনি বসবেন না, আবার তার ওপর বড়বৌ-ঠাকরুণের শরীর অসুখ, রাত জাগা সয়না, তিনি হয়তো বে হয়ে গেলেই বাড়ীর ভেতর এসে শোবেন।

(গোয়ালার প্রবেশ)

গোয়ালা।— (গীত)

বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল।
সের করা আধাআধি খালি কলের জল ॥
মাইরি বলছি ভাই, আমার ভগলপুরে গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর এক বিয়েনের ফল।
টাকাতে ছ' সের, দিচ্ছি এই ঢের,
খেঁড়ো গাইয়ের গাঢ় দুধে গায়ে বাড়ে বল ॥
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে চল্‌কে ওঠে যেন যৌবন ঢলঢল ॥

গোয়ালা। কোথা গো কর্ম্মবাড়ীর লোকেরা দুধ নাও।

মাধব। ঘোষের পো যে, ঘোষের পো যে! ঘোষের পো না হলে বাড়ী জম্‌কায় না।

শ্রীরাম। ইস্, ঘোষের পোর বার হ'ল তবু বাঁচলেম।

গোয়ালা। হাঁগা দাদাবাবুরা, তোমাদের কি রকম বিবেচনা, এমন সময় আমি তিন সের দুধ পাই কোথায় বল দেখি?

দ্বারিক। বলি এখন এনেছ তো, বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্বু ছেলে পিলে নিয়ে এসেছে—

গোয়ালা। আনবনা কেন? এতো গাইয়ের দুধ, তোমাদের ঘোষের পো কি না পারে? বল্লে পর, বাঘের দুধ অবধি আনতে পারে!

মাধব। ঘোষের পো ভাই বড় মজার লোক, আজ ওকে বাসরে রাখতে হবে।

শ্রীরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষের পো আর বাড়ীগে কাজ নাই, খাওয়া দাওয়া করে এখানে থাক, আমাদের সঙ্গে বাসর জাগতে হবে।

গোয়ালা। থাকবার যো কৈ দাদাবাবু, গিন্নি আজ তিন দিন হ'ল উলুবেড়ের হাটে গিয়েছেন একটা গাই কিনতে, আজও খবরটী নেই! দুধটুকু মেপে নেবে চল শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘরে যাই।

মাধব। আহা থাকনা।

গোয়ালা। না দাদাবাবু কাল তখন ভোরে আস্‌বো।

শ্রীরাম। তবে ভাই আর একটী গান শুনিয়ে যা, মাথা খাস্।

গোয়ালা। সেজ্‌দাদাবাবুর গান শোনা এক বাই।

মাধব। গা' না গা' না, আজ আমোদের দিন।

গোয়ালা। আবার কত্তা এসে পড়বেন।

মাধব। তিনি এখন কোথা, কত কাজে ব্যস্ত।

গোয়ালা। নেহাত ছাড়বেনা তো শোন।

(গীত)

আমার স্নুধুই কি দুধে চলে।

স্নুধু দুধ হলে খুদ মিলতো কপালে॥

আমি কত মন্ত্র জানি, কত আপনি বাখানি,

এলোচুলে ঝাড়লে পরে সদ্য ফল ফলে।

আমি না থাক্‌লে পরে, কোন্ নারী বা চাকরী করে,

পেটপোড়া কে দেবে তারে বন্ধ করতে ছেলে॥

যদি পড়ি আমি জল, নারী-ধরা কল,

বারমুখো যার প্রাণেশ্বরী পড়ে পদতলে॥

এইবার তো হ'ল, দুধ মেপে নেবে চল।

সকলে। এস, এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ছাঁদলাতলা।

(বিশ্বম্ভর, জ্যাঠা, কুটুম্বগণ ও নাপ্তিনী)

বিশ্ব। ও দাদামশাই তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সনাতন কি জানে শোনে? তুমি এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।

জ্যাঠা। বিশ্বম্ভর কি ন্যাকা হলি? গিন্নি গিয়েছেন, আমার কি শুভকর্ম্মের জিনিষ ছোঁবার যো আছে।

নাপ্তিনী। নাওনা গো বরণ টরণ করে নাওনা, কনে কতক্ষণ পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

বিশ্ব। এরা সব কোথায় গেল? দোয়ারি, শ্রীরাম, মাধব কা'কেও যে দেখতে পাচ্ছিনে? হাঁরে ও দোয়ারি—

(দ্বারিক, শ্রীরাম ও মাধবের প্রবেশ)

দ্বারিক। এই যে কাকা, কাপড়টা ছেড়ে এলেম।

জ্যাঠা। আচ্ছা তোদের কি কিছু আক্কেল নাই, বরকনে পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আর তোরা রং কচ্ছিলি।

শ্রীরাম। রং আবার কি কচ্ছিলেম জ্যাঠামশায়? পানটান সাজলেম, দুধ জ্বাল দিলেম, কোন্ দিকে কি করবো!

নাপ্তিনী। নাও নাও গো, আর গোল করোনা বরণ কর।

বিশ্ব। সনাতন বরণ কর।

দ্বারিক। ছোট-মামা ও সব কাজ ভাল জানে, বরণটা করে ফেল।

(বরণ করণ)

শ্রীরাম। মেজ্‌দা’ ঝারিটে নাও।

দ্বারিক। তুমি ঘোর, মাধব গায়ে পড়িস কেন, ঘোর্‌ না।

সকলে।— (গীত)

আহা কনে কি নয়না হানে।
প্রাণ জরজর মদন-বাণে ॥
ও কেমন চায়, মাথা যে ঘূরে যায়,
আমার লাজুক বর ঘোমটা টানে।
বড় সেয়না কনে, কত ছলা জানে,
আমার নেয়না মনে—
মানা কর, চায়না আমার পানে ;—
কচি বর কিছু জানেনা,
কনে বুঝি মানা মানেনা,
প্রেমে ভাসাবে সই প্রাণের টানে ॥

নাপ্তিনী। নাও পিঁড়ে ধরগো, সাতপাক ঘুরিয়ে বর কনেকে শুভদৃষ্টি করাও ; তোমরা পারবে না বাইরে থেকে চারজন মেয়েকে ডাকবো ?

দ্বারিক। না, এই আমরাই নিচ্ছি মেয়েদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নাই।

নাপ্তিনী। নাও তোল ; ভালমন্দ লোক থাক তো সরে যাও, গোঁপ পেকে যাবে, মাগের ছুয়ো হবে। তোমাদের নিত্‌কিত্‌ যা আছে করে নাও, পিঁড়ি স্থদ্ধ বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাস্তা।

(স্ত্রীলোকগণের আফিস যাইবার বিবিধ বেশে গীত)

রাঁধা বাড়া হাঁড়ীকাড়া ঘুচেছে বালাই।
শিলে লেগেছে আগুণ নোড়ার মুখে ছাই ॥
আমাদের করে স্বাধীন, মিন্‌ষেরা হ'ল অধীন,
আফিস থেকে বাড়ী গিয়ে খাটে শুয়ে পা টেপাই।
ব্যাচারারা ভাই রাঁধে,
উনুনে ফুঁপাড়ে আর কাঁদে,
আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাই ॥
আমাদের আর কেবা পায়,
পতি সদা পড়ে পায়,
অন্দরের গন্ধমাত্র দেখ আর গায়ে নাই ॥

১ম স্ত্রী। আজ কি ট্রামওয়ে বন্ধ নাকি ?

২য় স্ত্রী। তাইতো বড্ড বেলা হ'ল যে, ন'টা বাজে।

৩য় স্ত্রী। বাজুগ্‌গে, আমার পিসী বড় বাবু।

নেপথ্যে। পাতখোলা লিবিগো।

(পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর প্রবেশ)

(গীত)

কে পোয়াতি রসবতী খোলা লিবি আয়রে।
এমন খোলা বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায়রে ॥

আমার আপন হাতে গড়া, পোণে পোড়া গরম কড়া,
দরেতে নয়কো চড়া, অমনি পড়ে পায়রে।
সোঁদাগন্ধে মন মাতে, আবার কুড়কুড়ে তাতে,
এ পাতখোলা খেলে পরে পোলা কলে পায়রে ॥

পা, ওয়া। পাতখোলা লিবি গো ?

১ম স্ত্রী। ওরে এদিকে আয়, এদিকে আয়, ক'খানা করে ?

পা, ওয়া। পইসায় দশঠো।

১ম স্ত্রী। দশখানা করে, পনেরখানা দিবিনি ?

পা, ওয়া। নেই, বারঠো মিল্‌বে মন হয় লে, নেই চলি।

১ম স্ত্রী। দে আর কি করবো।

৩য় স্ত্রী। আমায় এক পয়সার দে।

পা, ওয়া। এই লেও। (খোলা দেওন ও পয়সা গ্রহণ) পাতখোলা লিবি গো।

[পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর পূর্ব্ব-গীত গাইয়া প্রস্থান।

১ম স্ত্রী। তোমারও নাকি ?——ক' মাস ?

৩য় স্ত্রী। আমার ভাই সবে তিন মাস।

১ম স্ত্রী। আমার ভাই আর চলে না, সাহেবকে বলেছি ছুটীর কথা ; পেটের ভেতর ঠেলে ঠেলে উঠে, বিউলে আদ্ধেক বই মাইনে দেবেনা বলেছে, আমাদের যে পাজী আফিস

৩য় স্ত্রী। আমাদের সাহেব কিন্তু ভাই আঁতুড় খরচ পর্য্যন্ত দেয়।

১ম স্ত্রী। তোমাদের ভাই "রেলি" তা'দের কথাই জুদো।

৪র্থ স্ত্রী। চল চল গাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐ মোড়ে চল, ফূর্ত্তি করে চল।

(গীত)

সকলে।—আমরা বেরিয়েছি সেই ভোরে।
মিন্‌ষেরা ঘর নিকুচ্ছে ঘরে॥
মেল-ডে পড়েছে আজ,
সাহেবের ভারি ঝাঁজ,
কাজ সারতে আজ ঘাম যাবে ঝরে।
১ম।— সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদি-পিসি,
তা'র অণ্ডারে কলম পিসি,
সকলে।—সাহেব শালা চোখ রাঙ্গালে,
আঁখি ঠারি বকেয়া চালে,
ঠারা-চোখে রাঙ্গা-মুখোর মাথা যায় ঘূরে॥
২য়।—আমি রেলির সদর মেট্‌,
৩য়।—পিট্রোকোচিন পোরায় আমার পেট,
কয়েকজন।—গ্রেহেম গুদামে মোদের রেখেছে ভরে।
৪র্থ।—আমার মনিব টেলার বেকার,
৫ম।—থ্যাকার আমার ফরচুন-মেকার,
কয়েকজন।—মনটিথ্‌ রেখেছে ভাই আমাদের ধরে॥
৬ষ্ঠ।—যা করেন মোর পোষ্ট আফিস,
৭ম।—তুই তো ভাই তিশি মাপিস,

কয়েকজন।—পুলিশে ঢুকেছে ইয়ার এরা তিন চোরে।

সকলে।—ছিলাম অবলা সরলা, সহে বিরহ জ্বালা,

এখন পুরুষ পাতি, ফুলিয়ে ছাতি

কলম চালাই সজোরে॥

[সকলের প্রস্থান।

(দুইজন উড়ের প্রবেশ)

পরশু। মু রহিমিনি, ইয়াঁড়কু মু রহিমিনি।

বিদা। কাঁইকি পরশু ভাই, এত্তে থপ্পা কাঁই? বঙ্গাড়িক ছ্যাশ আউছন্তি, রোজকার করিবি, নেউটী জিবি কোঁউটী?

পরশু। মত্তে যেত্তে কোঁউ বিদা, কল্‌কত্তা মু রহিমিনি, মু বিহানকু জহাজ চড়িকিড়ি জাজপুর জিব। এ স্বপনা শড়া কোঁউটী গিলা—এ স্বপনা ভাই—স্বপনা ভাই—ই—

নেপথ্যে স্বপনা। ই-ই-ই-ই।

পরশু। আরে ইয়াঁড়কু আসো, আরে ইয়াঁড়কু আসো।

(স্বপনার প্রবেশ)

স্বপনা। কাঁইকি ডাকিছু পরশু ভাই?

পরশু। কঁড় করিথিলা, জাজপুর জিবিনি?

স্বপনা। জিবিনি কাঁই?

পরশু। মুগা খণ্ড দ্বিখণ্ড যোথিলা বাঁধি লেউছি?

স্বপনা। হ, হ,—

পরশু। যত্রা কর, যত্রা কর, জয় প্রভু জগড়নাথ।

স্বপনা। টিকা ঠারি যা—মঘা আউছন্তি সাথ জিব।

পরশু। ধাঁকুড়ি লেউ, ধাঁকুড়ি লেউ, হাঁক দে হাঁক দে।

স্বপনা। এ মঘা ভাই—মঘা ভাই !

নেপথ্যে মঘা। উ-উ-উ-উ—ঠার—ঠার আউছন্তি।

(মঘার প্রবেশ)

মঘা। অবধাঁড় পরশু ভাই।

পরশু। অবধাঁড়, দ্যাশ জিব ?

মঘা। দেখিছন্তিনি নুগাপট্টা ঠিক করি লেউছি, পাঁচ তঙ্কা জহাজ ভড়া লেউছি ; বাপো বাপো কল্‌কত্তা সহড়কু মনুষ থাড়ে ? মাইকিনি মরদ বনিব, কঁধা করিব, জড় তুড়িব, গ্যাসপানি কাম করিব ; আউ মু সব রন্না করিমু, গোড়-বড়া নাক-গুণা পরিমু ; পড়া পড়া, কল্‌কত্তা ছোড়ি পড়া।

বিদা। এ পরশু শড়া যেত্তে উড়িয়াকো পাগড় করুছি।

পরশু। বিদা—

বিদা। পরশু—

পরশু। তু মতে শড়া বলিলি কাঁই।

বিদা। ব্যাশ করুছি বলুছি, তু মোর কঁড় করিবি ?

পরশু। কঁড় করিমু দেখিবি ? পণ্ডাঠাকুর কহিকিড়ি তোর জাত বট্টা করিমু।

বিদা। তু মোর জাত বট্টা করিবি ? শড়া গোয়াড় ! মারি পোক্কাই দিমু !

পরশু। কি তু মতে মারিবি ? আসো—

বিদা। মারিব নাত কি, আসো শড়া।

পরশু। শড়া তোর ভোঁউড়ি ! মারিবি তো আসো।

বিদা। আসোনা শড়া পড়াইছি কাঁই ?

পরশু। পড়াব না, তোতে কি মু ডরিমু ? যদি মারিবি তো মু কত্তিকি আসো।

বিদা। শড়ার মোচ মু উথাড়ি দিব—

পরশু। শড়ার ঝুঁটী ধড়িকিড়ি—

মঘা। এ পহারাবালা ! এ পহারাবালা মাই ! এ বঙ্গাড়ি পহারাবালা মাই ! দঙ্গা হইছি ! দঙ্গা হইছি !

(দুইজন পাণ্ডার প্রবেশ)

এ পণ্ডাঠাকুর আপনাঙ্ক দেখ, এ বিদা পরশু দঙ্গা করুছি।

১ম পা। আরে দঙ্গা করুছি কাঁই ?

পরশু। অবধাঁড়, গোড় লাগুছি !

বিদা। অবধাঁড়, গোড় লাগুছি !

১ম পা। জয়, জয়, জয়।

পরশু। মতে বিদা শড়া, শড়া বলিল।

বিদা। বলিবিনি, শড়া ভণ্ড ; যেত্তে উড়িয়াকো পাগড় করুছি, কোঁউছি এঠারে ঠারলে মাইকিনি মরদ বনিব, মরদ মাইকিনি হব।

১ম পা। আরে বিদা তু শুনিমিনি, পরশু ঠিক কোঁউছি। শড়া বঙ্গাড়ি যেত্তে মরদ সব মাইকিনি হউছি, মাইকিনি আর পন্‌কি চড়বিনি, জগড়নাথ জিবিনি, সব পগড়ি বাঁধিকিড়ি হপিস যাউছি।

বিদা। হেই অত্মারাম ঠাকুর, বলভদ্রঠাকুর ঠিক কোঁউছি ? হেই ?

২য় পা। ঠিক ঠিক, জাত জিব। পড়া পড়া,——ভাগড় ভাগড়।

সকলে।— (গীত)

ভাগড় ভাগড় হো, ধাঁকুড় কুড় কুড় কুড় পড়াই।
বঙ্গাড়া দ্যাশড় গোড়কু গড় করছু ভাই॥
কঁড় মন্তড় পড়ি কিড়ি, পন্‌কি ছোড়ি চড়ছু গাড়ী,
বঙ্গাড়ি মাইকিনিয়া কাঁই;
কল্‌কত্তা পকাড় ভাত পড়িগিলা ছাই।
মাইপো করব কঁধা, মতে ধরাইব রঁধা,
উড়িয়া বনব গধা উড়েনী সিপাই॥
কোঁউটী প্রভু জগড়নাথ, বঙ্গাড়ি কাড়ি নিল জাত,
টান দেহ ডুরি ধরি দ্যাশ চড়ি যাই॥

পঞ্চম দৃশ্য।

সভাগৃহ।

(সভাপত্নী ও সভ্যাস্ত্রীলোকগণ)

নন্দী। পূর্ব্ববক্তা যাহা বলিলেন তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও আমি অনুমোদন করিতে পারি না। এখনও আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই; কে বলে গোঁফে স্ত্রীলোকের শোভার হানি করে! ভগ্নিগণ, মনে কর যখন আমরা মেডিকেল কলেজে

যাই, যখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে যাই, হাঁউসে, অফিসে, গুদামে—যে যে ভগ্নী যে যে কার্য্যে যান, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে গোঁফের আবশ্যক।

সকলে। হিয়ার হিয়ার! (Hear! Hear!)

ননী। অধম পরাধীন অন্তঃপুরবাসী পুরুষগণের গোঁফ আছে, আর আমরা বাহিরে, সভায়, জনতায়, গোঁফ নাই বলিয়া লজ্জা পাই—কি ঘৃণা! কি লজ্জা!

সকলে। শেম্ শেম্ (Shame! Shame!) (করতালি)

গিরি। চেয়ার-উওম্যান অ্যাণ্ড লেডিজ্! (Chair-woman and Ladies) আপনাডের অবশ্যম্ভাবী ভূট্য, জি, বি, ল্যাহিরি, এল, আর, সি, পি, (G. B. Lahiri, L. R. C. P.) কে যডি কিছু বলিটে ডেন টো সে বোলে; যে গোঁফের জন্য ননীবালা বিড্যালঙ্কার এই সুণ্ডর বক্টৃটা করিলেন, আর আপনারা সকলে ব্যাক্টৌ, সেই গোঁফ অটি সট্যরেই উঠিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী মহট্ উপকারও হইটে পারে, আমাডের ছেলে হওয়া বণ্ড হইটে পারে। (করতালি) আমাডিগের উডরের মড্যে ওভেরিয়া (Ovaria) নামক এক যণ্ট্র আছে, যডি অপারেসনের (Operation) ডারা টাহা রিমুভ (Remove) করা যায় টাহা হইলে আমাডিগের গোঁফ ডারি উঠিটে পারে ও সণ্টান হওয়া বণ্ড হয়; এ কঠা বিজ্ঞান সম্মট। অটএব আমি প্রষ্টাব করি যে, আগে যে সকল স্ত্রীলোক, ডরওয়ান, খ্যানসামা ও অন্যান্য ভূট্যের কাজ করে, টাহাডের উপর এ বিষয় এক্সপেরিমেণ্ট (Experiment) করা হউক; আমাডের অপেক্ষা টাহাডের গোঁফ ডারির অটিক প্রয়োজন। এক্ষণে বিরাজমোহিনী সেন কি

বোলেন টাহা শুনা আবশ্তক। আমি আর অটিক বাঙ্গালা বলিটে পারিটেছি না, আপনারা মাপ করিবেন। (করতালি)

বিরাজ। ডাক্তার গিরিবালা লাহিড়ি যাহা বলিলেন, এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহাতে আমার এক বিশেষ আপত্তি আছে। যতদিন পুরুষের গর্ভ হওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত না করা যায়, ততদিন আমাদের সন্তান প্রসব বন্ধ করা নিতান্ত স্বার্থপরতা। আমার মতে সকল উন্নতি ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। দাড়ি গোঁফ এবং পুরুষের সন্তান প্রসবের ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ আমেরিকায় মেমোরিয়াল (Memorial) পাঠান হোক, আমেরিকাবাসিগণ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন, জগতে তাহা কোন জাতিই করিতে পারেন নাই—

অনঙ্গ। বোন্দ করেন, বোন্দ করেন, চুপ দেন, আমিও বক্তৃতা করবো বইলে সোভায় আস্‌ছি, আমারে কিছু বল্‌তি দেন, এই দণ্ডায়মান অইলাম। সোভাপত্নী-ঠাক্‌রাণ ও বদ্দরমহিলাগণ! পূর্ব্ববক্তা শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী সেন, এম্, এ, মশা ঝা বল্লোন, তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবের আছে; তিনি যে বল্লোন, যে উন্নতি ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ অওয়া আবশ্তক, এ কথা আমি না-করছিনা; কিন্তু তিনি যে কইলান, আমেরিকাবাসিগণ বরই উন্নত, আমরা তাগোর বাঁটেও লাগিনা; এ কথায় আমি ঝাক্ল মারি। উন্নতি কল্লে কল্‌কত্তা পিছায়ে পরছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের গৈরব এখনও বোর্ত্তমান; আপনারা যইত্তপি আমার ড্যাকা-বজেট্‌ মধ্যা মধ্যা পাঠ কইরে আমাকে বাহিত্ত কইরে থাহেন তা অইলে অবশ্ত বদ্দর মায়েমানুষ মাত্র স্বীকার করবোন যে স্ত্রীয়ালোকের জইন্ত স্থাহ বিসর্জ্জন কইরে আমি কত ল্যাথছি!

আমাগোর কেন মোচ ওঠবা না ? মোচের জইন্য আমেরিকার শলা লবার কি আবশ্যক আমি তো বুঝি না। আমি আপন চইক্ষে ছাখছি, ড্যাকাতে চ্যাংড়াগুলা মোচ উঠাইবার লেগে নাপিতারে পুইসা দিয়া থাম্‌কা থাম্‌কা খাউরি করে ; আমরা বদ্দর-মহিলাগণ যইগুপি সেই পথ ওবলম্বন করি তা অইলে অইধ্যবসায় কইরে খাউরি কর্‌তি খাউরি কর্‌তি খাউরি কর্‌তি অবশ্যই মোচ দেখা দিতি পারে। (করতালি) আর পুরুষের সন্তান প্রসব—আমি বজ্রনাদে চিচাইয়ে কইতি পারি যে পূর্ব্ব-বঙ্গ এ সম্বন্ধে পথ দেখাইব। আপাততঃ য্যাতদূর আমাগোর আতে আছে তা কেন না করি ? এই যে এতকাল আমরা মর্দ্দগোর কাচা আঁটাইয়ে রাখছি এডা কি বদ্দর সম্মত ?

সকলে। হিয়ার হিয়ার ! (Hear Hear !)

অনঙ্গ। আমাগোর অন্তঃপুরবাসী—তাগোর হাত রার করছি এডা কি সৈভ্যতা ?

সকলে। শেম্ শেম্ ! (Shame ! Shame !)

অনঙ্গ। আমার সোহকারী সোম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রুহিনীমণি তোলাপত্তর বোলেন এবং আমিও সে বাক্যের অনুমোদন করি, যে মর্দ্দগোর কাচা ঘুচায়ে ছান আর তাগোর খারু চুরি পরান।

সকলে। হিয়ার হিয়ার ! (Hear ! Hear !) (করতালি)।

অনঙ্গ। আমার প্রস্তাব অগুই বাক্যে ঝা বল্লাম কার্য্যে তা পরিণত করেন, মর্দ্দগোর মায়েমানুষের আবরণ দেন।

সকলে। এগ্‌রিড্ এগ্‌রিড্ ! (Agreed ! Agreed !)

অনঙ্গ। বিস্তর বাইক্য ব্যয় করে সোভার সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের গৈরব, বিশেষতঃ ড্যাকার গৈরব রইক্ষা করা

আমার কৈর্ত্তব্য, এইজইন্য সোভাপত্নী-ঠাক্‌রাণ আর বদ্দর-মহিলা বগ্নিগণ আমায় মার্জ্জনা কর্‌বোন। (করতালি)

সভাপত্নী-মৃণা। সভ্যাগণ! বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আদালতে বিলম্ব হওয়ায় আমি সেইখান হইতে একেবারে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং বক্তৃতার জন্য আমি উত্তমরূপে প্রস্তুত নহি; তবে এইমাত্র বলি যে, সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা-বজেটের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া যে সুললিত সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিলেন এবং আপনারা সোৎসাহে করতালিধ্বনি দ্বারা তাহার যেরূপ অনুমোদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। (করতালি) তিনি যথার্থ বলিয়াছেন, যে পুরুষদের স্ত্রীবেশ পরান নিতান্ত আবশ্যক; আমার বাড়ীতেই, অদ্য, এইক্ষণে, সেই কার্য্য প্রাক্টিকেলি (Practically) আরম্ভ করি। (করতালি) বসন্ত, তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, এখনি তা'দের শাড়ী গহনা টহনা পরাওগে। (করতালি) [বসন্তের প্রস্থান।

বিরাজ। আমি এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, কেবল একমাত্র কথা যে আমাদিগের বেণী, কর্ণাভরণ ও হাতের বালা ত্যাগ করিব না। (করতালি)

অনঙ্গ। এ কথায় আমার আপইত্য নাই, কেননা দেখা যায় যে পশ্চিমা খোট্টা পুরুষগুলা—কাণে, আতে অলঙ্কার পোরেন, কোমড়র কিছু থাকলেও আমার বাধা নাই।

বিরাজ। এ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় (Second) কার।

ননী। আমি এ প্রস্তাব ভরণপোষণ (Support) করি।

সকলে। সর্ব্ববাদীসম্মত।

(থাকমণির প্রবেশ ও গীত)

আঃ বেঁচেছি।
আমরা সব কাচা এঁটেছি ॥
কে দেয় বাবা চুলোয় কাঠ, ভাতার দেখে করে ঠাট,
প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ, তাইতো মাল টেনেছি।
ছোঁড়ারা নাড়ুক হাঁড়ী, ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,
যা'ব যা'র তা'র বাড়ী, তাইতে ফুর্তি করেছি ॥
শালারা সব পরুক নৎ,
করুক মোদের দণ্ডবৎ,
আমরা পেয়েছি পথ, মদ খেয়ে মেতেছি ॥

মৃণা। থাকমণি বাবু, থাকমণি বাবু, এ যে মিটিং! (Meeting)

থাক। এই যে বাবা আমিও চেয়ার নিয়ে সিটিং! (Sitting)

মৃণা। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বস।

থাক। ক্রষ্ট্যাল আইসের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে আছি।

অনঙ্গ। বগ্নী কি মাল টানে আস্ছেন? ন্যাশা খায়ে সোভায় আসাটা বদ্দর উচিত অয় নাই। আমরাও ন্যাসা খাই, কিন্তু কোথন, কুথায়? সন্ধ্যার পর, বাসায়, গোপনে।

থাক। তামাক দেরে—

মৃণা। থাকমণি বাবু যে একেবারে পুরুষের বেশে?

থাক। আমি বাবা তোমাদের মিটিংএর অপেক্ষা রাখিনি, শাড়ী চুড়ী আর ভাল লাগেনা।

ননী। থাকমণি বাবু বড় আমুদে।

গিরি। কিন্টু প্রকৃট ডেশহিটৈষী।

থাক। বাবা কাল আমোদ গড়িয়ে গিয়েছে, তামাক দেরে—

মৃণা। থাকমণি একটু থাম, কাল বড়দিন, আমাদের এক্সমাস্ প্যারেড ; (X'mas Parade) কর্ণেল নিতম্বিনীর ইচ্ছা যে গ্রাউণ্ড ইলিউমিনেট্ (Ground illuminate) করে বেশ মুন্‌লাইট্ প্যারেড (Moon-light Parade) হয়।

সকলে। অতি উত্তম ! অতি উত্তম !

থাক। আমারও প্যারেড আছে, প্যারেডে আমি ফার্ষ্ট গ্রেড।

মৃণা। আমার ইচ্ছা, যখন অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া কলিকাতায় আছেন তখন উনিও আমাদের সঙ্গে প্যারেডে যোগ দেন।

অনঙ্গ। এ বালো যুক্তি, আমি এতে নাকরছি না ; আমি ড্যাকা ষ্টুডেণ্ট-বলেন্‌টিয়ারের প্রাইবোট্ ইউনিফরম আমার সাথেই আছে, চাদার ক্যাতাবে আমার নামে ডের টাকা লিখে লন, ড্যাকা যাইয়েই মনি অর্ডার করবো। এহন চলেন উদ্যোগ করা যাক।

থাক। তামাক দেরে——

গিরি। আই প্রোপোজ এ ভোট্ অফ্ থ্যাঙ্ক্স্ টু দি চেয়ার। (I propose a vote of thanks to the Chair.)

সকলে। হিয়ার হিয়ার ! (Hear ! Hear !) (করতালি)।

মৃণা। তবে অদ্য সভার কার্য্য শেষ হউক।

থাক। তামাক দিলিনি——

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাস্তা।

নারীবেশে পুরুষগণ।— (গীত)

ঘাট হয়েছে বাপ।
সবাই মোদের কর মাপ॥
মাগীদের স্বাধীন করে, এখন যেন ম্যাড়া লড়ে,
আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উল্টো চাপ।
ঘুচে গিয়েছে কাছা, অন্দর হয়েছে খাঁচা,
এখন যে প্রাণে বাঁচা গেল জন্মের পাপ॥
ভাবলেম হ'বে স্বাধীন, মজা দেবে দু'দিন,
এখন দিন পেয়ে ধিন্ ধিন্ নাচে একিরে বাপ দাপ।
মাগীকে মিন্‌ষে করতে, যে আর বলবে মর্ত্ত্যে,
পোঁতো তা'রে ইঁদুর গর্ত্তে,
জেনো সে স্বয়ং কলির কাপ॥
খেলেম কাণমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা,
স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ।
মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,
যেমনি পাপ করেছিলাম তেমনি পেলেম তাপ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।
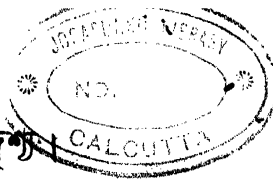
সপ্তম দৃশ্য।

গড়ের মাঠ।

(কর্ণেল নিতম্বিনী ও ভলেন্‌টিয়ার-রমণীগণ। *)

কর্ণেল। টেনসন্[১], সেটান অ্যাট আর ইজ্[২],—টেনসন্—রাইট্ টারণ[৩], আজো বার[৪]। বলি তোমরা যুদ্ধে যেতে পারবে তো?

ভ, সকলে। বলি হ্যাঁগো কর্ণেল।

কর্ণেল। বন্দুক ছুড়তে পারবে তো?

ভ, সকলে। পারবোনা কেনগো কর্ণেল।

কর্ণেল। তোমাদের যুদ্ধের কি বল?

ভ, সকলে। নারীর বল, যৌবন বল, তা'তে হ'য়েছি স্বাধীন দ্বিগুণ প্রবল।

কর্ণেল। বেশ! রাইট এবাউট টারণ[৫]—ফ্রণ্ট[৬], কুইক মার্চ্চ[৭], হল্ট[৮]; ন্যাশনেল সং[৯]!

ভলেন্‌টিয়ারগণ।— (গীত)

আমরা কি ডরি অরি।
নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি॥
আমারা হয়েছি ভলেন্‌টিয়ার,
আর কারে করি কেয়ার,
পরেছি এ ইউনিফরম হয়েছি মিলিটারি।

---

* এখানে সকলে ড্রিল (Drill) করিবে।

(১) Attention. (২) Stand at your ease. (৩) Right turn. (৪) As you were. (৫) Right about turn. (৬) Front. (৭) Quick march. (৮) Halt. (৯) National song.
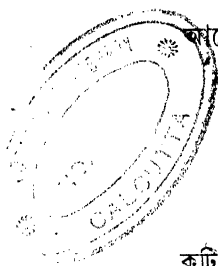
আসে যদি রুষিয়া, তাড়াইব ঘুষিয়া,
কাবুল দখল একদিনে পারি ॥
মার্চ্চ মার্চ্চ কুইক মার্চ্চ,
সার্চ্চ সার্চ্চ এনিমি সার্চ্চ,
অন্ অন্ টু দি ফ্রন্‌টিয়ার ;—
কটিতটে তলোয়ার বুকে বেড়া জরি ।
রাইট্ লেফ্‌ট্ লেফ্‌ট্ রাইট্,
ব্যাল্যান্স ষ্টেপ্ হবে ফাইট্,
কোট ফিট্ টাউজার টাইট্,
ইন্ ওয়ার ভলেন্‌টিয়ার নেভার সরি ॥
নারীর ভুজবল, কে জিন্‌বে তা'রে বল,
পুরুষে যা বলে করে আমরা ইসেরায় সারি ।
চার্জ চার্জ প্রেজেণ্ট ফায়ার,
ফ্লাই ফ্লাই ভাইল বেয়ার,
রমণী এসেছি মোরা রণ সজ্জা ধরি ॥
তরবারি টানিয়া, গাও রুল ব্রিটানিয়া,
টুডে এক্সম্যাস ডে, অল অফ আস্ গে ;
সিং সিং সিং ভিক্টোরিয়াস্ ভিক্টরি ॥

যবনিকা ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ অমৃত বাবুর বা গিরিশ বাবুর পুস্তকে কোন বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট পত্র লিখিলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইউনিভার্সাল অ্যাড্ভারটাইজিং এজেন্সী

ষ্টার থিয়েটারে বা ফকিরচাঁদ দের লেন, বহুবাজার—কলিকাতা।